☞ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর - এই ত্রিমূর্তির সাথে কি খ্রিস্টবাদের ট্রিনিটি তুলনীয়?

(খ্রিস্টবিরোধী মুসলিমদের অভিযোগের খণ্ডনমূলক জবাব)

ঈশ্বরের রূপ কেবল তিনটি নয়ঃ

ভারতীয় দর্শনে ত্রিমূর্তির ধারণা খ্রিস্টবাদের ট্রিনিটি থেকে ভিন্ন।এক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রায়ই গোপন করা হয়।আর তা হল, ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের প্রকাশ কেবল তিনটি রূপে সীমাবদ্ধ নয়! বরং ঈশ্বর অসংখ্য রূপে বিদ্যমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কেবল তিনটি প্রকাশ মাত্র। সমস্ত দেব-দেবী, এমনকি সমস্ত সৃষ্টির সকল রূপই ঈশ্বরের নিজের অংশের প্রকাশ, *"এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত।" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ ৪:৩৫)*

একই কথা বলা হচ্ছে উপনিষদে - যেখানে ঈশ্বরের রূপ তিনটিতে নয়, বরং বহু রূপে প্রকাশিত বলা হয়েছে, *"যে সকল প্রাণীর অন্তরস্থিত পরমাত্মা একক এবং সকলের নিয়ন্তা, যিনি একই রূপকে বহু রূপে বিভক্ত করেন (একং রূপং বহুধা করোতি), তাঁকে অন্তরস্থিতরূপে যে জ্ঞানী পুরুষেরা নিরন্তর দেখতে পান, তাঁদের চিরসুখ অপরের নয়।" (কঠোপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী, মন্ত্র নং ১২; অনুবাদ - গীতা প্রেস গোরক্ষকপুর)।*

সেক্ষেত্রে ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব - এই তিন রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ সীমাবদ্ধ নয়।

সাকারবাদী ত্রিমূর্তির ধারণায় পরস্পরবিরোধিতাঃ

উপরন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পৌরাণিক ধারণায় ব্যাপক পরস্পরবিরোধিতা আছে।একেক পুরাণ অনুযায়ী চূড়ান্ত ক্ষমতা একেক জনের।

বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণু হল চূড়ান্ত:

"যিনি বিশ্বরূপ প্রভু বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের মূল কারণ সেই পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু ভগবানকে নমস্কার।" (বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক নং ৩ ; অনুবাদ: গীতা প্রেস গোরক্ষপুর)

শিবপুরাণ অনুযায়ী শিব হল চূড়ান্ত:

"বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
....বোধস্বরূপমমলং হি শিবং নমামি"।
- অর্থাৎ, "যিনি বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ইত্যাদির একমাত্র কারণ.... সেই বিমল বোধস্বরূপ ভগবান শিবকে আমি বন্দনা করি"। (শিবপুরাণ, রুদ্রসংহিতা, প্রথম(সৃষ্টি) খণ্ড, অনুবাদ: গীতা প্রেস গোরক্ষপুর)

আবার ভগবতগীতা অনুযায়ী, ব্রহ্মা নিজেই কৃষ্ণের অধীনস্থ:
"হে মহাত্মন্! তুমি এমন কি ব্রহ্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা..." (শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ ১১:৩৭)।

শিবগীতা অনুযায়ী ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের স্তুতিতে মগ্ন:

"ইহাদের অগ্রবর্ত্তী গরুড়ারূঢ়, শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, কালাভ্র সদৃশ শ্যামবর্ণ ও বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট জনার্দ্দনকে দর্শন করিলেন, তিনি একাগ্র চিত্তে রূদ্রাধ্যায় জপ করিতেছেন। ইহার পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘশ্মশ্রু জটাধারী, হংসবাহন ব্রহ্মাকে অবলোকন করিলেন। ইনি সরস্বতীর সহিত যুক্ত হইয়া চতুর্মুখের দ্বারা সর্ব্বদা চতুর্ব্বেদোক্ত রূদ্রসূক্ত উচ্চারণপূর্বক মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন।" (শিবগীতা ৪:৩৮-৪০; অনুবাদ: কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন)

শিবগীতার উক্ত শ্লোকে বিষ্ণুকে "জনার্দ্দন" বলা হয়েছে; আর জনার্দন কৃষ্ণের একটি নাম (শ্রীমদ্ভগবতগীতা যথাযথ ১:৩৫)।সেই হিসেবে, কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু অথবা বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণও শিবগীতা অনুযায়ী শিবের আরাধনা করে - যেখানে শিব হল সর্বোচ্চ!

সেক্ষেত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ত্রিমূর্তির সাকারবাদী ধারণাটাই পরস্পরবিরোধী!!

নিরাকারবাদী ধারণায় ত্রিমূর্তির অবস্থানঃ

অন্যদিকে যদি নিরাকারবাদীদের ধারণা নেওয়া হয়, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের কোনো আকার নেই, তারা কেবল ঈশ্বরের তিনটি বিশেষ নামকে বোঝায় যা নিরাকার।আর যা নিরাকার, তা কোনো সাকার দেবতা নয় এবং ত্রিমূর্তির তিনটি রূপেও চূড়ান্ত নয়!
"নিশ্চয়ই দিব্য পুরুষ আকাররহিত (অমূর্তঃ), জগতের বাইরে ও অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত, জন্মাদি বিকারের অতীত, প্রাণরহিত, মনরহিত হওয়ার জন্য সর্বদা বিশুদ্ধ...." (মুণ্ডকোপনিষদ, দ্বিতীয় মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড, মন্ত্র নং ২; অনুবাদ: গীতা প্রেস গোরক্ষপুর)।
একইভাবে কঠোপনিষদ এর প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীর ১৫নং মন্ত্রেও পরমাত্মাকে "অরূপম্" বা রূপবিহীন বলা হয়েছে।
সেক্ষেত্রে নিরাকারবাদীদের ধারণায় ত্রিমূর্তির রূপ ঈশ্বরের চূড়ান্ত রূপ নয়।

ত্রিমূর্তির ধারণার সাথে বাইবেলের ex-nihilo এর ধারণা পরস্পরবিরোধীঃ

অভিযোগকারীরা এখানে মূল যে বিষয়টি এড়িয়ে যায় তা হল, ট্রিনিটির ধারণা একটি ex-nihilo এর ধারণা (Genesis 1:1) যেখানে সৃষ্টি, ঈশ্বরের অংশ থেকে আসেনি। কিন্তু ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) এর ধারণার সাথে সৃষ্টির ঈশ্বরের অংশ থেকে আসার ধারণা যুক্ত *(মনুসংহিতা ১:৮; শ্রীমদ্ভগবতগীতা যথাযথ ৪:৩৫; ঋগ্বেদ ১০:৯০:৩; কঠোপনিষদ ২:৩:২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।*
উদাহরণস্বরূপ আমরা কঠোপনিষদের মন্ত্রটিতে পাই,
"পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে নিঃসৃত এই যা কিছু, সমস্ত জগৎ (সবই) প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা ক্রিয়াশীল..." (কঠোপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী, মন্ত্র নং ২; অনুবাদ: গীতা প্রেস গোরক্ষপুর)

এখানে "নিঃসৃতম্" বলা হয়েছে, যার অর্থ করা হয়েছে "(পরব্রহ্ম পরমেশ্বর থেকে) নিঃসৃত" (অনুবাদ: গীতা প্রেস গোরক্ষপুর)

কিন্তু বাইবেলে আদিপুস্তক ১:১ (Genesis 1:1) এর সৃষ্টির ধারণা হল ex-nihilo - যেখানে সৃষ্টি কখনই ঈশ্বরের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি!

খ্রিস্টবাদের ট্রিনিটির ধারণা কোনো বস্তুগত ধারণা নয়ঃ

আবার, খ্রিস্টবাদ অনুযায়ী, ঈশ্বর কোনো বস্তু নন, বরং তিনি অবস্তুগত আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব (John 4:24); সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের মধ্যে যে অনন্তকাল ধরে তিন ব্যক্তি বিরাজমান, তাঁরাও চূড়ান্ত অস্তিত্বে কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নয়।আর যা বস্তুগত অস্তিত্ব নয়, তা বস্তুগত অনুভূতি দিয়ে বিভক্ত বা ভাগ করা যায় না।যেমন, আমাদের মধ্যে অবস্থিত সুখ, দুঃখ ইত্যাদিকে আমাদের অস্তিত্ব থেকে পৃথক করা যায় না; বস্তুগত অনুভূতি দিয়ে সুখ এবং দুঃখকে বস্তুর মত গণনা করাও যায় না।একইভাবে ঈশ্বরের চূড়ান্ত অস্তিত্বকেও বস্তুগত অনুভূতি দিয়ে গণনা বা ভাগ করা যায় না।

পৃথিবীর আর যত তিন-ঈশ্বর-জাতীয় ধারণা আছে, সবগুলোতেই তিনটি পৃথক বস্তুগত দেবতার ধারণা বিদ্যমান এবং সেই ধারণাগুলোতেও বিভিন্ন পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্যণীয়।কিন্তু খ্রিষ্ট কখনও এই জাতীয় তিন বস্তুগত দেবতার ধারণা বিশ্ববাসীকে পেশ করতে আসেন নি।বরং তিনি এক অবস্তুগত ঈশ্বরে বিরাজমান তিন অবস্তুগত ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন! কখনও উপমা দ্বারা, কখনও ব্যবহারিক নিদর্শন দ্বারা, কখনও বিবৃতি দ্বারা - যা বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান।এমন জটিলভাবে ট্রিনিটিকে উপস্থাপনের কারণ হল, মানুষ সরাসরি পঞ্চইন্দ্রিয়ের বস্তুগত অনুভূতিতে এটি বুঝতে পারে না! তুলনা করা ছাড়া, পৃথকীকরণ করা ছাড়া মানুষের বোধগম্যতা অচল!

তবে ত্রিত্ববাদের ধারণা মানুষ প্রাচীনকাল থেকে সৃষ্টির মধ্যেও অনুভব করেছে।একারণে তারা সেই ধারণাকে বস্তুগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।যুগে যুগে শয়তানের প্ররোচনায় বিভিন্ন দেবতার বস্তুগত রূপ দান করার মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মূর্তির পূজাও করেছে! আর তাই আমরা এত ধরণের ট্রিনিটির বিকৃত বস্তুগত পৌত্তলিক রূপ দেখতে পাই!

আল্লাহর কালাম যখন পৃথক ঈশ্বরঃ

এখন, যেসব মুসলিম খ্রিস্টবাদের ট্রিনিটিকে বহু ঈশ্বরবাদ মনে করে, তাদের নিজেদের আকিদা অনুযায়ী, কুরআন কোনো সৃষ্ট বস্তু নয়, বরং কুরআন আল্লাহর সিফাত (বিশেষণ বা attribute)[1] ।
আর আল্লাহর সিফাত আল্লাহর অংশ।সুতরাং, কুরআন আল্লাহর সিফাত হওয়ায় যৌক্তিকভাবে কুরআনও আল্লাহর অংশ থেকে আগত।

আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর অংশ থেকে আগত কুরআন পৃথক হয়ে আল্লাহর সাথেই কথা বলবে!

তাহলে মুসলিমদের ট্রিনিটির ওপর আরোপ করা যুক্তি অনুযায়ী, আমরা দুটি অবিনশ্বর অস্তিত্ব পাচ্ছি:
১) আল্লাহ,
২) আল্লাহর অংশ থেকে পৃথক হওয়া কুরআন।

---

[1] *এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাবী বলেন:*

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَحْياً وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى بِالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ كَكَلاَمِ الْبَرِيَّةِ. فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلاَمُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: "سَأُصْلِيهِ سَقَرَ". فَلَمَّا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: "إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ" عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلاَ يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ.

*"আর নিশ্চয় **<u>কুরআন আল্লাহর কথা</u>**। কোনোরূপ স্বরূপ বা কিরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে কথা হিসেবে **<u>তাঁর থেকেই প্রকাশিত ও উদ্ভূত</u>**, তিনি তা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর উপরে ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন। আর মুমিনগণ তা সুনিশ্চিত সত্যরূপে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছেন এবং তারা সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেছেন যে, তা প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহর কালাম। **<u>তা সৃষ্টির কথার মত সৃষ্ট নয়</u>**। কাজেই যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে তা মানুষের কথা, সে কাফির।আর এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন এবং জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।তিনি বলেছেন: 'অচিরেই আমি তাকে সাকার-জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব'। যে ব্যক্তি কুরআনের বিষয়ে বলে যে 'এটি মানুষের কথা মাত্র' আল্লাহ তার এ পরিণতির কথা বলেছেন।এ থেকে আমরা জানলাম ও সুদৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হলাম যে, কুরআন মানুষের কথা নয়, মানুষের স্রষ্টার কথা।"*
(তাহাবী, ইমাম আবূ জাফর, আল-আকীদা আত-তাহাবিয়্যাহ, পৃ. ৯) [তথ্যসূত্রঃ আল-ফিকহুল আকবার, অধ্যায়ঃ মহান আল্লাহর বিশেষণ, তাকদীর ইত্যাদি – ৫. আল্লাহর কালাম বা কথা, লেখকঃ ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর];
Online source - http://www.hadithbd.com/books/link/?id=7153

এমনকি কুরআনের বিভিন্ন সূরাও আল্লাহ থেকে পৃথক পৃথক অবস্থায় থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলবে:

"আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ***কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে।*** ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। ***সে সূরাটি হচ্ছে, 'তাবা-রাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক'।" (অর্থাৎ সূরা মূলক)***
(মিশকাতুল মাসাবীহ ২১৫৩, আবূ দাঊদ ১৪০০, তিরমিযী ২৮৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৬, মুসতাদারাক লিল হাকিম ২০৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৮৭, শু'আবূল ঈমান ২৫০৬), হাদিসের মানঃ হাসান)
source : http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56713

খেয়াল করুন, উক্ত হাদিসে সূরা মূলক এর কিয়ামতের দিন সুপারিশের কথা বলা হয়েছে।

আবার হাদিসে এও এসেছে যে, সূরা বাকারা আর সূরা আল-ইমরান কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে এবং যুক্তি দিতে থাকবে।

"ইসহাক ইবনু মানসূর (রহঃ) ..... নাওওয়াস ইবনু সাম'আন (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি কিয়ামাতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা 'আমাল করত তাদেরকে আনা হবে।

সূরাহ আল বাকারাহ ও সূরাহ আ-লি ইমরান অগ্রভাগে থাকবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাহ দু'টি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলিনি।

তিনি বলেছিলেনঃ এ সূরাহ দুটি দু খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে অথবা দু'টি কালো চাদরের মতো ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে যার মধ্যখানে আলোর ঝলকানি অথবা সারিবদ্ধ দু' ঝাক পাখীর আকারে আসবে এবং পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে।"

[সহীহ মুসলিম (হাদীস একাডেমী), অধ্যায়ঃ ৭।কুরআনের মর্যাদাসমূহ ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়, হাদিস নম্বরঃ ১৭৬১; হাদিসের মানঃ সহিহ]
source : http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=48516

তাহলে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে বললে, আল্লাহর সিফাত হিসেবে কুরআন আল্লাহর অংশ হওয়ায় কুরআন অবিনশ্বর।তাই কুরআন হতে আগত বিভিন্ন সূরাও অবিনশ্বর।আর বিভিন্ন অবিনশ্বর অস্তিত্বের সূরা পৃথক অবস্থায় বিরাজ করে আল্লাহর সাথে কথা বলবে!

সেক্ষেত্রে মুসলিমদের ট্রিনিটির ওপর আরোপ করা যুক্তি অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি, পৃথকভাবে বিরাজ করা ১) আল্লাহ, ২) সূরা বাকারা, ৩) সূরা আল-ইমরান, ৪) সূরা মূলক ইত্যাদি বহু অবিনশ্বর অস্তিত্ব।

আর একাধিক পৃথক অবিনশ্বর অস্তিত্বের অর্থ বহু ঈশ্বরবাদ।তাই মুসলিমরা যদি ট্রিনিটিকে বহু ঈশ্বরবাদ দাবি করে, তবে তাদের যুক্তি অনুযায়ী, ইসলামও একটি বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম!

==========
আরও আনুসঙ্গিক তথ্যের জন্য নিম্নের লিঙ্কের ভিডিওটি দেখতে পারেন:

Is the Trinity Pagan?
https://youtu.be/xAcDV270D_0

Article Prepared by 'MyBeloved Yashu'
Visit our YouTube Channel: https://youtube.com/channel/UCSukxCZyi6HNGGqV_BQGd3A